গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
নৈতিকতা কমিটি

...

সভাপতি	ড. মহঃ শের আলী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১, সোমবার
সভার সময়	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম অ্যাপসের মাধ্যমে
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

শুদ্ধাচার নীতিমালা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)'র শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অংশীজনের অংশগ্রহণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

উপস্থাপনা

১.০। সভাপতি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতেই জনাব আব্দুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) এ সভার পটভূমি উল্লেখ করে বলেন, সরকারের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের আওতায় আজকের এ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) তার সিটিজেনস্ চার্টার মোতাবেক দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের ভূবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কাজে সরাসরি যেমনঃ সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত, বিভিন্ন নমুনা এবং গবেষণাগারে কাজের মাধ্যমে সহায়তা করে থাকে। এ ধরনের সহায়তা অধিক ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যেই অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার আয়োজন। মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকগণকে উন্মুক্ত আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন। শুরুতেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. ইসমাইল হোসেন জানান, বিভাগের বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ড. মো: সুলতান-উল-ইসলাম অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে আপারগ হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সভাপতির পক্ষে তিনি ও প্রফেসর ড. এ. এইচ. এম. সেলিম রেজা আজকের সভায় অংশগ্রহন করছেন। প্রফেসর ড. ইসমাইল হোসেন শুরুতেই জানান, জিএসবি'র সাথে তার যোগাযোগ সেই ছাত্র জীবন থেকেই। তিনি জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির নমুনা দিয়ে তার এম.এস.সি'র থিসিস সম্পন্ন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি সেই গবেষণার প্রকাশনা কপি জিএসবিতে জমা দেন। অনুরূপভাবে, শিক্ষকতা পেশায় আসার পরে তিনি জিএসবি'র আবিষ্কৃত মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির নমুনা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি অনুমোদন প্রাপ্তির বিষয়ে সময় সীমাবদ্ধতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ১ বছরের সময়সীমার মধ্যে নমুনা সংগ্রহ, নমুনা বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। সেক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহের দীর্ঘসূত্রিতার ফলে তাদের গবেষণা কাজে বিলম্ব হয়। জিএসবি'র পক্ষ থেকে অপেক্ষাকৃত কমসময়ে নমুনা সংগ্রহের অনুমোদন পাওয়া সম্ভব হলে এবং নূন্যতম ২০-৩০ টি নমুনা সরবরাহ করা হলে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য নমুনার বয়স ডেটিং এর পাশাপাশি গবেষণা কাজ পরিচালনা করা সহজ হবে। সরকারি অধিদপ্তর হিসাবে জিএসবি'র জন্য সরকারি বিধি বিধান মেনে প্রকাশনার কাজ করতে হয় যে বিধানাবলী শিক্ষক তথা ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তিনি যৌথ গবেষনামূলক কাজ শুরু করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, জিএসবি'র সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পারস্পারিক সহযোগীতামূলক গবেষণা হতে পারে। তারা প্রয়োজনে একে অপরের সহায়ক টিম হিসাবে কাজ করতে পারে। তিনি বর্তমানে জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত লৌহের আকরিক নিয়ে যৌথ গবেষণামূলক কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

২.০। জনাব আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) বলেন, ছাত্র/ছাত্রীরা সাধারণত জিএসবি'র খননকৃত

কূপ হতে যে সকল নমুনার জন্য আবেদন করে তার ব্যবস্থাপনা জিএসবি'র অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট শাখা করে থাকে। জিএসবি'র পক্ষ থেকে নমুনা সরবরাহের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক উল্লেখ করেন, ভবিষ্যতে ছাত্র/ছাত্রীদের গবেষণা কাজের জন্য নমুনার পরিমান বাড়ানোর বিষয়ে সংস্থা পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়াও, শিক্ষকগণকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভূত করার চেষ্টা করা হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, জিএসবির বহিরঙ্গণ কর্মসূচীগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের সরাসরি উপস্থিতি/সম্পৃক্ত করার বিষয়ে ইতোমধ্যেই অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দের সাথে তিনি মতবিনিময় করেছেন। এক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা হিসাবে আর্থিক বিষয়ে জিএসবির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য বিকল্প তহবিল তৈরির বিষয়ে জিএসবি কাজ শুরু করেছে। ফলে বহিরঙ্গণ কর্মসূচীগুলোতে ছাত্র/ছাত্রীদের সরাসরি উপস্থিতি/সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি বিভাগের শেষ বর্ষ/এম.এস.সি.'র ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য জিএসবিতে ইন্টার্নশীপ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীরা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হবে এবং ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা তাদের কর্মক্ষেত্রে সহায়ক হবে। প্রফেসর ড. ইসমাইল হোসেন বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কঠিন শিলা নিয়ে কাজ করেন। তাই জিএসবির ড্রিলিং থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে তিনি অধিক উৎসাহী। জনাব নিজামউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন, সরকারি বিধি বিধান মোতাবেক ড্রিলিং চলাকালীন অনেক তথ্যাদি প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। প্রফেসর ড. এ. এইচ. এম. সেলিম রেজা বলেন, ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অন্ততঃ ড্রিলিং কার্যক্রম পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করা গেলে তারা ড্রিলিং কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারনা লাভ করতে পারবে। জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, বিকল্প তহবিল তৈরির পূর্বে সম্মানিত শিক্ষকগণ যদি নিজ উদ্যোগে ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে ড্রিলিং কার্যক্রম পরিদর্শন করতে চান তাহলে জিএসবি'র পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় সহায়তাসহ ড্রিলিং কার্যক্রম পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যাবে।

৩.০। জনাব মোঃ নুরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট শাখা ব্যতীত জিএসবি'র আরো ১৩ টি ভূ-বৈজ্ঞানিক শাখা রয়েছে। এ সকল শাখার আওতায় বহিরঙ্গণ কর্মসূচীগুলোর মাধ্যমে নমুনা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় এবং গবেষণা কাজ পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবেদন ও মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। তিনি উল্লেখ করেন, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখার অধীনে ইতোমধ্যে ৫ জন ছাত্র/ছাত্রী ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করেছে এবং ১ জন ছাত্র থিসিস করার জন্য আগ্রহী হয়েছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখার অনুরূপ সকল শাখা হতেই ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রয়োজনানুসারে নমুনা ও তথ্যাদি সরবরাহ করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে প্রফেসর ড. এ. এইচ. এম. সেলিম রেজা বলেন, জিএসবি থেকে কোন কোন জায়গার কি ধরণের নমুনা ও তথ্যাদি পাওয়া যেতে পারে তা জানতে পারলে সে মোতাবেক গবেষণার জন্য নমুনা ও তথ্যাদির চাহিদাপত্র প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

৪.০। জনাব আব্দুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) ছাত্র/ছাত্রীদের গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনার ক্ষেত্রে জিএসবিকে স্বীকৃতি প্রদানের (Acknoledge) বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং গবেষণা প্রতিবেদনের অন্যূন ১টি কপি জিএসবি'র লাইব্রেরীতে জমা দেয়ার অনুরোধ জানান। এতে করে জিএসবি'র নবীন ভূ-বিজ্ঞানীগণ উপকৃত হবেন বলে তিনি আশাবাদ প্রকাশ করেন। প্রফেসর ড. ইসমাইল হোসেন পরিশেষে বলেন, জিএসবি থেকে প্রচুর সহযোগিতা পাওয়া যায়। ভবিষ্যতেও এ সহযোগিতার পরিবেশ অক্ষুন্ন থাকবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, অনেক সময় ছাত্র/ছাত্রীরা যোগাযোগের জন্য কোন কর্মকর্তা নির্ধারিত না থাকায় বিব্রত বোধ করে। শুদ্ধাচারের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কর্মরত কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন মর্মে মহাপরিচালক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

৫.০। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৫.১) ছাত্র/ছাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক নমুনা সরবরাহের ক্ষেত্রে জিএসবি দ্রুততম সময়ে প্রশাসনিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করা এবং চাহিদা অনুযায়ী যথাসম্ভব সর্বাধিক নমুনা সরবরাহের জন্য সচেষ্ট হবে।

৫.২) জিএসবি'র নমুনা/তথ্য ব্যবহার করে গবেষণা হতে প্রকাশনার ক্ষেত্রে জিএসবিকে স্বীকৃতি প্রদানের (Acknoledge) পাশাপাশি গবেষণা প্রতিবেদনের অন্যূন ১টি কপি জিএসবি'র লাইব্রেরীতে জমা দেয়া।

৫.৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের যোগাযোগের জন্য জিএসবি'র শুদ্ধাচারের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। তার সাথে যোগাযোগের তথ্যাদি জিএসবি'র ওয়েব সাইটে দেয়া থাকবে।

৬.০। প্রয়োজনানুসারে পরবর্তীতে এই ধরনের সভা আয়োজন করা হবে উল্লেখ করে এবং সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

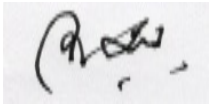

ড. মহঃ শের আলী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.৩০০.৫০.০৮৯.১৯.৩ তারিখ: ২৬ ফাল্গুন ১৪২৭
১১ মার্চ ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) ড. মো: সুলতান-উল-ইসলাম, প্রফেসর ও সভাপতি, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২) ড. এ. এইচ. এম. সেলিম রেজা, প্রফেসর, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৩) ড. ইসমাইল হোসেন, প্রফেসর, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪) পরিচালক (ভূতত্ত্ব), অপারেশন ও সমন্বয় শাখা , বাংলাদেশ ভূত্বাত্তিক জরিপ অধিদপ্তর

৫) পরিচালক (ভূতত্ত্ব) , উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখা, বাংলাদেশ ভূত্বাত্তিক জরিপ অধিদপ্তর

৬) পরিচালক (ভূপদার্থ) , ভূ-বৈদ্যুতিক ও ভূকম্পন শাখা, বাংলাদেশ ভূত্বাত্তিক জরিপ অধিদপ্তর

৭) পরিচালক (ভূতত্ত্ব), পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা, বাংলাদেশ ভূত্বাত্তিক জরিপ অধিদপ্তর

৮) পরিচালক (ড্রিলিং) , ড্রিলিং প্রকৌশল শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৯) পরিচালক (রসায়ন) , বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখা, বাংলাদেশ ভূত্বাত্তিক জরিপ অধিদপ্তর

১০) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-২ , অপারেশন ও সমন্বয় শাখা , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

১১) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-১ , উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

১২) উচ্চমান সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

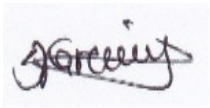

শাহতাজ করিম
উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-২